অম্লান - বীক্ষণে সমাজজীবন ও শিক্ষাদর্শ

মীরাতুন নাহার

১

শুরুতে অম্লান দত্ত মানুষটিকে একটু চিনে নেওয়া যাক তাঁর জীবনের দুটি ঘটনার উল্লেখ করে। তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হয়েছেন। আন্দোলনকারী ছাত্র - দল একদিন তাঁর কাছে দাবি রাখল— গ্রন্থাগারের ফান্ড থেকে অর্থ নিয়ে তাদের হোস্টেলের খাবারের নিচু মাথা উঁচু করতে হবে। নতুন উপাচার্য জানালেন, গ্রন্থাগারের মান নীচে নামিয়ে তিনি খাবারের মান বাড়াতে অনিচ্ছুক। তবে তাদের খাবার যদি সত্যি ভালো না দেওয়া হয় তাহলে তিনি সে বিষয়ে তদ্বির করবেন। ছাত্ররা হুমকি শোনাল, তাদের কথা না মেনে কোনো উপাচার্য টিকতে পারেননি এর আগে। অম্লান দত্ত বললেন, উপাচার্য পদ টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁর কোনো মাথা - ব্যাথা নেই। ছাত্ররা হতবাক।

আরেকটি ঘটনা। বিশ্বভারতী - বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অম্লান দত্তের সংবর্ধনা সভাতেই তাঁকে জানান হল যে, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অর্থাভাবে ছাত্র - ছাত্রীদের পড়াশুনা ও গবেষণা কর্মাদিতে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটছে। অতএব শিক্ষকদের গভীর প্রত্যাশা, তাঁর আগমনে সেই দুরবস্থা দূর হবে। উত্তরে তি যে সম্ভাব্য সমাধান - পন্থা নিরুপণ করে দিলেন তার মধ্যে শিক্ষকদের প্রত্যাশা - পূরণের ক্ষীণতম আভাস মেলা দূরে থাক, মিলল নিদারুণ বাক্যাঘাত। অম্লান দত্ত বললেন, শিক্ষকদের বেতন থেকেই কিছু পরিমাণ অর্থ দান করে এই সমস্যা মেটানো যায়। তিনিও সে দলভুক্ত হবেন—কথা দিলেন। তা' না করে প্রার্থী বা আবেদনকারী হিসেবে হাত প্রসারিত করলে শিক্ষকদের সম্মান থাকে না। নীতি হোক—'টাকা পেলে কাজ করব' নয়, 'কাজ করে টাকা চাইব'। তিনি পরে নিজের বেতন থেকে টাকা দিয়ে একটি তহবিল -ও গঠন করেন। কিন্তু সে তহবিল পরবর্তী পর্যায়ে 'অর্থকারী বিদ্যা উপাসক' শিক্ষকদের অবহেলা ও উপেক্ষার শিকারে পর্যবসিত হয় মাত্র।

অম্লান দত্তের নিজস্ব স্বতন্ত্র বীক্ষণ - রীতি ও ভঙ্গি ছিল। যাতে ধরা পড়েছিল দেশ, দেশের মানুষ, সমাজনীতি, রাজনীতি, উন্নয়ন-ভাবনা, শিক্ষাদর্শ প্রভৃতি মানবজীবনে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়। সেসবের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ না করে তাঁর আত্মকথনে ধরা পড়েছে যে সমাজ - জীবন চিন্তা এবং কিছু নিবন্ধে প্রকাশিত তাঁর শিক্ষা - দর্শন সম্পর্কে বর্তামান নিবন্ধে দু-চার কথা বলার চেষ্টা করা যাক।

২

অম্লান দত্ত ব্যক্তিজীবনে ছিলেন একজন একক ব্যক্তিত্ব যার বিপরীতে তিনি নিজেই, তাঁর আত্মকথনে, দাঁড় করিয়েছেন সামাজিক মানুষদের। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, তিনি একক অর্থাৎ অ-সামাজিক মানুষ হয়েও সমাজজীবনকে বুঝে সমাজ কল্যাণকেই তাঁর চিন্তা চেতনার কেন্দ্রীয় বিষয় করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর জীবনে এই হেঁয়ালি অতি প্রকট হয়েছে বাস্তব সত্য হিসেবে।

সমাজের ভালো মন্দ ভাবনা তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে। তিনি অনুসন্ধান করে ফিরেছেন ভালো ও মন্দ সমাজ নির্ধারণের মানদণ্ড এবং তা' খুঁজে পেয়ে তাঁর পাঠক - শ্রোতাদের জানিয়েছেন। তিনি বললেন, যে সমাজে অধিকসংখ্যক মানুষ ভালো ও সুন্দরকে বজায় রাখতে পারে সেটি ভালো সমাজ। অন্যদিকে, যে সমাজে মানুষ সুন্দর ও ভালোকে রক্ষা করার পথে বাধা পায় সেটি হল মন্দ সমাজ। অতঃপর তিনি ভালো সমাজের পক্ষে কথা বলে যাওয়াকেই সামাজিক দায়িত্ব বলে গণ্য করে তা' পালনে জীবনে দৃঢ়সংকল্প হয়ে যেভাবে একক জীবনের সীমারেখা অতিক্রম করে গেলেন সেখানেই তিনি অনন্য। একা থাকা ও সামাজিক হওয়া এই দুয়ের সমন্বয় তিনি সাধন করেছিলেন নিজের জীবনে।

সমাজজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি ধারার সচলতা আমরা প্রতিদিনের জীবনে লক্ষ করি এবং দুয়ের স্পষ্ট পার্থক্য জেনেও নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যর্থ হই— সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা আর বিলাসবহুল আড়ম্বরপূর্ণ জীবনধারা। অম্লান দত্ত সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন দুয়ের পার্থক্য ঠিক কোথায় এবং সেভাবে আমাদের জীবনাদর্শ নির্ধারণে সহায়ক হলেন। তিনি বললেন, সরল জীবনযাপন করা নেহাতই অভ্যাসের ব্যাপার। অভ্যস্ত হয়ে গেলে এমন জীবনযাপনে কষ্ট থাকে না আর। অন্যদিকে, বিলাসী জীবনযাপনের অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া বড়ো কঠিন ও কষ্টের ব্যাপার। অতএব দুয়ের মধ্যে কোনটি মানুষের, সামাজিক মানুষের, কাম্য হওয়া উচিত তা' বুঝতে আর অসুবিধা থাকে না।

তিনি সমাজজীবনকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা মানুষদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, জীবনের জন্য অপরিহার্য সমস্ত সামগ্রীই আমরা পাই অন্য সহযাত্রী মানুষদের থেকে। এ-হল আমাদের সমাজ ঋণ যা' শোধ করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। এ-সত্য বুঝেই তিনি নিজেকে একা থাকার সীমানাতে আবদ্ধ রাখতে পারেননি। সামাজিক হওয়ার চেষ্টা করেছেন সতত।

তিনি এরপর সতর্ক করে দিলেন, তাই বলে নেহাতই দায়বোধ থেকে এই নৈতিক কর্তব্যপালন করা মানবিক কর্ম নয়। এ-দায় পালন করতে হবে ভালোবেসে। অন্যথায় কর্তব্যপালন কষ্টসাধ্য হবে এবং সেভাবে পালিত কর্ম কোনো সুফল দিতে পারে না। তিনি এই ভালোবাসার স্বরূপ বোঝাবার জন্য প্রকৃতিপ্রেম ও মানবপ্রেমের পার্থক্য নিরূপণ করলেন। বললেন, প্রকৃতিপ্রেমে নেই কোনো প্রতিদান পাওয়ার প্রত্যাশা। অন্যদিকে, মানব - প্রেমে এই প্রত্যাশাই কীট হয়ে লুকিয়ে থেকে ক্ষতি সাধন করে। সামাজিক ঋণ শোধ করা নামক নৈতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিপ্রেমে যে ভালোবাসা থাকে তারই থেকে শিক্ষা নিয়ে কর্তব্যপালনে অগ্রসর হতে হয় এবং তার ফলে উপলব্ধি করা হয় 'একটা অতি সুন্দর মানবতা'।

তিনি সামাজিক মানুষকে বোঝালেন, সমাজজীবনে দুঃখকষ্ট পেতেই হবে মানুষদের কেননা, তা' না হলে সমাজে সহানুভূতি থাকে না এবং তদুপরি দুঃখকষ্ট না থাকলে শিল্প কাব্য, গান— এসবের সৃষ্টি হত না।

সমাজজীবনে অভ্যস্ত মানুষদের তিনি বলেছেন, 'ভালোবাসাটাই বাঁচবার পথ'। নিজেও তাই তিনি জীবনের অধিক

সময়কাল ধরে একা থেকেও সমাজকে ভালোবাসর কর্তব্যটুকু নিষ্ঠাসহকারে পালন করে গেছেন। সমাজজীবনকে সুন্দর ও ভালো করে গড়ে তোলার পথ বাতলে দিয়ে তিনি তাঁর সেই কর্তব্য সম্পন্ন করে গেছেন আমৃত্যু।

তিনি শুনিয়ে গেছেন, সমাজজীবনে উন্নতির চেষ্টা করাই মানুষের কাজ কিন্তু জীবনের ট্রাজেডি হল মানুষ যত উন্নতিই করুক না কেন, ব্যর্থতাবোধ তাদের তাড়া করে ফিরবেই এবং সেই ব্যর্থতা বা অতৃপ্তি থেকেই সৃষ্টি হয় মানবজীবনে শ্রেষ্ঠ শিল্পের। 'মানবিক পরিস্থিতি' এমনই। এভাবে সমাজজীবনে যাপনের দিশা খুঁজে ফিরেছেন নিজে এবং জীবনে তাঁর হদিশ পেয়ে দেশবাসীদের জন্য তার স্বরূপ স্পষ্ট করার কাজে নিরন্তর মসি ও বাক্য ব্যয় করে গেছেন। অসার অজ্ঞানতা ও অসাড় অচৈতন্যকবলিত মানুষজনদের হই-হুল্লোড় মাঝে থেকেও তিনি একাকী ভেবেছেন এবং সেসবের প্রকাশে অনলস থেকে সেটাকেই তাঁর আয়াসসাধ্য কর্ম নির্ধারণ করে কাটিয়ে গেলেন দীর্ঘ আয়ুষ্কাল। বাঙালি - সমাজে বিরলদর্শন এক ব্যক্তিমানুষ তিনি।

৩

একালের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেই শিক্ষা বলে গণ্য করে তার লক্ষ্য সম্পর্কেও দেশবাসীকে মোহগ্রস্ত লক্ষ করা যাচ্ছে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য যে জীবন - গঠন, জীবিকা - লাভ মাত্র নয় সেকথা বুঝতে ব্যর্থ দেখা যাচ্ছে, শিক্ষালাভের সুযোগপ্রাপ্ত প্রায় সকলকেই। অম্লান দত্ত সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন কেন এমনটি ঘটছে। তিনি বললেন, কাছের বস্তুকে বড়ো দেখায় আর দূরের জিনিসকে ছোটো মনে হয়। শিক্ষালভের মূল লক্ষ্য জীবিকা - লাভ বলে ধরে নেয় মানুষ - জন কেননা, সেটাই কাছের হয়ে দেখা দেয়। অন্যদিকে, জীবনকে মানুষ্যোপযোগী করে গড়ে তোলার আদর্শ দূরের বলে গণ্য হয়। সেই আদর্শ তাই প্রত্যক্ষগোচর হয় না এবং গুরুত্বলাভ করে না। একে বলে 'দূরদৃষ্টি'-র অভাবজনিত অঘটন। এই অঘটনের ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য-যে, 'মানুষের ভিতরে আছে যে দেবত্ব— পূর্ণ মনুষ্যত্বের যেটা অন্য নাম— তাকে বিকশিত করা' — সেই সত্যটিকেই আমরা ভুলতে বসেছি। আদর্শবাদিতা নয়, বাস্তববাদী হওয়াটাই এখন জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত— এই সারসত্য মানুষ -জন বুঝে নিয়েছে বিলক্ষণ। তাই এ-দেশের শিক্ষা - ব্যবস্থায় সেই সত্যেরই প্রতিফলন কাজ করে চলেছে। ফলস্বরূপ ত্রুটি ঘটে যাচ্ছে বিস্তর। সেসবের দিকে তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেশবাসীদের ভুলপথ থেকে সরে আসার বার্তা শুনিয়ে গেছেন নিরন্তর।

তাঁর নিরীক্ষণে ধরা পড়া শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি হল— ১. আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তায় উন্মেষ ঘটানো হয় না। এই প্রকার চিন্তায় উৎসাহও দেওয়া হয় না। ২. শিক্ষাব্যবস্থায় সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় যা মনুষ্যত্ব বিকাশের সুস্থ প্রক্রিয়াকে ক্রিয়াশীল হতে বাধা দান করে। ৩. আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, কায়িম শ্রম ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে 'কঠিন ব্যবধান' তৈরি করে যা সুস্থ-স্বাভাবিক সমাজজীবন গঠনের পথে বিঘ্ন ঘটায়। ৪. বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় 'গ্রামের উন্নয়নে প্রতি সযত্ন মনোযোগের অভাব' লক্ষ করা যায়। অথচ 'গ্রামোন্নয়ন ছাড়া এ দেশের আর্থ - সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।' ৫. শিক্ষাব্যবস্থার সংশোধনে শিক্ষকদের নিরুদ্যম অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। তারা সামাজিক পরিবেশের উপর সব দায় চাপিয়ে দিয়ে নৈতিক দায়মুক্ত ভাবতে চাইছেন নিজেদের।

এই সমস্ত ত্রুটি সংশোধনের পথে শত্রুর মতো ভূমিকা গ্রহণ, করছে 'ভোগবাদ, নেশাগ্রস্ততা, দুর্নীতি, দুবৃত্তায়ন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ' প্রভৃতি। সমাজদেহে ও চেতনায় ভয়াবহ বিষক্রিয়ার মতো ছড়িয়ে পড়েছে এসব ব্যাধিসমূহ। রাষ্ট্রকে আমরা ভাবি এসবের প্রতিরোধল্পে একমাত্র সফল প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অম্লান দত্ত বললেন, 'রাষ্ট্র তো যন্ত্র মাত্র, এক হৃদয়হীন যন্ত্র। তাই তার কাছে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হওয়ার নয়। উল্লেখিত ব্যাধিসমূহের মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন চেতনার পরিবর্তনের। শিক্ষা দ্বারাই তা' সম্ভব। চেতনার পরিবর্তন সাধন করে শিক্ষাই ঘটাতে পারে নিঃশব্দ বিপ্লব। তাই তিনি বললেন, 'এক নিঃশব্দ বিপ্লবের অন্য নাম হতে পারে শিক্ষা।'

তিনি আরও বললেন, জীবন বা মনুষ্যত্ব গঠন এবং জীবিকা - অনুসন্ধানের সঙ্গে কোনো অনিবার্য বিরোধ নেই। এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভব এবং শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত— এই প্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন। কেবল জীবিকার বৃত্তে শিক্ষাকে আবদ্ধ করে রাখার প্রক্রিয়া নিশ্চিতভাবেই ভ্রান্তদর্শনের ফসল।

তিনি অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও সুশিক্ষার পার্থক্য নিরূপণ করে দিলেন কি স্বচ্ছতায়! তিনি বললেন, অশিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষার অভাব মানুষের জন্য যত ক্ষতিকারক সে ক্ষতির তুলনায় 'ভয়ংকর হচ্ছে কুশিক্ষা'। 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ'। এই উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় যে শিক্ষাদ্বারা তা-ই হল কুশিক্ষা। সুশিক্ষা তাহলে কীরকম? অম্লান দত্ত বললেন, যে শিক্ষাব্যবস্থার 'স্বাধীন চিন্তার জন্য রাখা' হয় এবং একইভাবে 'মৌল মানবাধিকারের মূল্য বিষয়ে সচেতনতা জাগ্রত করা' হয় সেই শিক্ষা 'সুশিক্ষার অন্তর্গত বলে স্বীকার্য। তিনি গণশিক্ষার কথাও বলেছেন। 'নরনারীর সাম্যের প্রশ্ন'কে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান দেওয়ার জন্য সওয়াল করেছেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় 'নরনারীর আইনস্বীকৃত অধিকারের ব্যাপারে কুসংস্কার থেকে মুক্ত গণশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়'— বলে গেছেন তিনি। নরনারীর সম্পর্কের টানাপোড়েনের মারাত্মক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সমাজে— সে সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন মানুষটি বিষয়টিকে 'অন্ধকারের আবরণ থেকে মুক্ত করা'র দায়বোধ বোঝাতে চেয়েছিলেন শিক্ষাজগতের মানুষ - জনদের।

আমাদের ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে তিনি উচ্চশিক্ষার উ পর অধিক মনোযোগ প্রদানকারীদের একটি মারাত্মক বিপদ - সংকেত দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, নানাপ্রকার ক্ষতিসাধন বিভাজন - ক্লিষ্ট এই দেশে উচ্চশিক্ষা আরও একটি 'নতুন বিভাজক রেখা' রচনা করে চলেছে। উচ্চশিক্ষা লাভ করে যে বিশেষ 'সংখ্যালঘু'-রা (উচ্চশিক্ষাসম্পর্কীয় সংখ্যালঘু, ধর্মীয় নয়) তারা দেশের সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে আমরা দেশবাসীরা তেমন সচেতন নই এবং একে সমস্যা বলে ভাবতেও অভ্যস্ত নই। অথচ তিনি ভেবেছেন এবং সতর্কতা জারি করে গেছেন সাধ্যমতো। তিনি মন্তব্য করেছেন, এই বিচ্ছিন্নতা ক্ষেত্রে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাধান্য লাভ করা অত্যন্ত জরুরি।

উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তরা সহজেই অভিজাতশ্রেণিভুক্ত হয়ে গিয়ে দরিদ্র দেশের বঞ্চিত মানুষদের কথা ভুলে যায়। আর দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়। এভাবে সমাজ তার দেশকল্যাণ ভাবনাকেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য বলে চিনে নিতে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন তাঁর বিবিধ রচনাদিতে।

তিনি এই সমস্যার সমাধানসূত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীকে মডেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতন বিশ্বাভারতীয় দুটি অপরিহার্য অঙ্গ। শান্তিনিকেতনকে গড়ে তোলা হয়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত মানুষদের মিলনক্ষেত্র হিসেবে এবং শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে গ্রামবাসী ও কৃষিজীবীদের জীবনের এবং কল্যাণের সঙ্গে জড়িত সবকিছুর প্রতি আগ্রহ নিয়ে তাদের বন্ধুত্ব ও প্রীতি অর্জন করাই হয়ে উঠেছিল সমগ্র বিশ্বভারতীর কর্মধারার লক্ষ্য। একদিকে বিরাট বিশ্ব অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লি— এই দুই মেরুর মধ্যস্থতা করাই ছিল বিশ্বকবির সাধনা। অম্লান দত্ত বোঝাতে চেয়েছিলেন, উচ্চশিক্ষাকে সফল করতে হলে বিশ্বভারতীর এই শিক্ষানীতি গ্রহণে সুফল মিলতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যকে কি নীতিশিক্ষাদানের প্রক্রিয়া গৃহীত হওয়া সম্ভব? এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠে এসেছে অম্লান দত্তের কলমে। নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। এই শিক্ষা নিঃসন্দেহে জাতির মেরুদণ্ড গঠন করে দেয়। কিন্তু এই শিক্ষা ঠিক কীরকম হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রথমত, একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতর সম্পর্ক গঠন করে দল হিসেবে কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করা এবং ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা নৈতিক শিক্ষার মূল্যবান অঙ্গ। দ্বিতীয়ত, খেলার মাধ্যমে যথাযথ নৈতিক শিক্ষার চর্চা সম্ভব কেননা, জয় এবং পরাজয় উভয়কে সমানভাবে মেনে নেওয়ার প্রশিক্ষণ খেলাতে বিশেষভাবে লাভ করা যায় বা বৃহত্তর জীবন - যাপনে অবশ্যই সহায়ক হয়। তৃতীয়ত, নানাধরনের বৈষম্যপীড়িত আমাদের দেশে যাতে শিক্ষার্থীরা সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের বিবেককে সৈনিকের মতো খাড়া রাখতে পারে তেমন শিক্ষাও নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত। সর্বোপরি, অন্যদের খুশি করে সুখী হওয়ার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে নৈতিকতার মূলমন্ত্রটুক। অম্লান দত্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যে, শিক্ষকরা বার্তা দিয়ে চলেছেন যে, দুর্নীতিপূর্ণ সমাজে কারও পক্ষে সঠিক শিক্ষাদানের ক্রিয়া সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এটি একটি 'ভুল বার্তা'। প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতিপূর্ণ সমাজের অনুকরণ করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, আত্মধ্বংসী প্রক্রিয়ার সংশোধন সাধন করার লক্ষ্যেই শিক্ষকদের অগ্রণীভূমিকা গ্রহণ করা জরুরি। তিনি শিক্ষকদের দায়িত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাষ্ট্র যা প্রকৃতপক্ষে কোনো না কোনো শাসকদল ভিন্ন কিছু নয়, সম্পর্কে এ ব্যাপারে আশান্বিত হওয়ার ভাবনাকে তিনি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

নির্লোভ, সরল জীবনযাত্রা এবং সমাজসেবাকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদর্শের অন্যতম অঙ্গ বলে গণও করেছিলেন। অম্লান দত্ত এই শিক্ষাদর্শকেই আঁকড়ে ধরার কথা বলেছেন এবং কবিগুরুর এই শিক্ষাদর্শকে তাঁর উত্তরসূরিরা ব্যর্থ করে দিয়েছেন বলে এই ঘটনাকে চরম দুর্ভাগ্যজনক বলে মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন।

৪

নিরপেক্ষ বিচারের আদর্শকে জীবনে ধরে রাখার শিক্ষাকেই তিনি বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। এটাই তাঁর শেষ কথা নয়। জীবন সম্পর্কে তাঁর বীক্ষণ ক্রমাগত অগ্রসর হয়েছে এবং তিনি বলেছেন, 'শেষ লক্ষ্য, অধরা এক সমন্বয়।' কেমন সেই সমন্বয় যাকে তিনি মানবজীবনের লক্ষ্য জ্ঞান করেছিলেন? তাঁর কথা তাঁর ভাষাতেই বলি:

> মানুষের জন্য চাই ত্রিভুবন। একপ্রান্তে আছে ব্যক্তি ও পরিবার, মাঝখানে বৃহত্তর সমাজ, তারপর সেই আকাশ, চেতনার যেটা বৃহত্তর বিচরণক্ষেত্র। এদের প্রত্যেকের দাবি পৃথক। স্নেহ এবং নিরপেক্ষ বিচার এক বস্তু নয়। নিরপেক্ষ বিচার এবং ক্ষমা অথবা বিদ্বেষমুক্ত আলিঙ্গন সমস্তরের ভাবনা নয়। এদের মেলাতে মেলাতেই অথবা হয়ত মেলাবার অপূর্ণ আগ্রহে, মানুষ পৌঁছতে পারে মনুষ্যত্বের গভীরতর অর্থে।

এই প্রত্যয়ে স্থিত থেকেই তিনি তাঁর দেশবাসীকে বলে গেছেন, 'মানুষের পূর্ণতর আত্মপরিচয়ের প্রতিফলন চাই নবযুগের শিক্ষাচিন্তায়।' ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে জন্ম নেবে সেই 'নবযুগ' —এমনতর প্রত্যাশাই আমাদের বর্তমান সময়ে পথ চলার অবলম্বন এবং আমরা মনে রাখব এই দিক থেকে অম্লান দত্ত দেশবাসীর দিশারী।

সহায়তা সূত্র:

১। অম্লান দত্ত : ব্যক্তিত্ব্য সমাজভাবনা; পথিক বসু (সম্পাদনা)

২। Paths to Humane Society; Amlan Dutta

৩। শিক্ষা এক নিঃশব্দ বিপ্লব; স্বরাজ সেনগুপ্ত (সম্পাদনা)

৪। Amlan : The Unknown Poet - A film by Arun Chakraorty